১২৫/এ দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ. চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬
ই-মেইল: bctibd2013@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bcti.gov.bd

## বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১

# বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ

(১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা)

**বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

১২৫/এ দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ. চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬
ই-মেইল: bctibd2013@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bcti.gov.bd

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

# বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)

## প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট:

❖ চলচ্চিত্রশিল্প ও টেলিভিশনের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমের উন্নয়নে ২০১৩ সালের ১ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২০১৩ সালের ২৩ নং আইন হিসাবে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৩' পাশ হয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী আইনটি ০১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ থেকে কার্যকর হয়। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এর ১ম চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (ডিপ্লোমা) কোর্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ ইনস্টিটিউট যাত্রা শুরু করে। ১১ জুলাই ২০২১ তারিখ জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনের শেষ কর্মদিবসে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন সংশোধন আইন ২০১৯ পাশ হয়।

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের চলচ্চিত্রে যে স্বর্ণালী অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন তারই সার্থক রূপায়ন 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)।

❖ চলচ্চিত্রশিল্প অধ্যয়ন, গবেষণা ও শিক্ষার মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির লালন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি এই ইনস্টিটিউট সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রযোজনার সূচনালগ্ন থেকে যে সকল গুণিনির্মাতা, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, চলচ্চিত্র-বোদ্ধা এবং শিল্পীগণ সম্পৃক্ত ছিলেন, নবসৃষ্ট এই ইনস্টিটিউটেও তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

❖ "সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় নবতরঙ্গ" এই শ্লোগানকে ধারণ করে বিসিটিআই থেকে ইতোমধ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কোর্স সমাপ্তি শেষে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ কাজের মাধ্যমে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে গৌরবময় অবদানঝঝ রাখছেন।

## বিসিটিআই-এর কার্যক্রমের ভিশন, মিশন ও কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

❖ ভিশন (Vision):
চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে দক্ষ ও যোগ্য নির্মাতা এবং কলাকুশলী সৃষ্টি।

❖ মিশন (Mission):
চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে ডিগ্রি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড ও প্রকাশনার মাধ্যমে চলচ্চিত্র ও

টেলিভিশনের জন্য যোগ্য ও দক্ষ নির্মাতা এবং কলাকুশলী সৃষ্টি করা।

## কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- ❖ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন বিষয়ে কোর্সসমূহের গুণগত মান নিশ্চিত করা।
- ❖ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে প্রণোদনা সৃষ্টি করা।

## বিসিটিআই-এর কার্যাবলি:

- ❖ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে ডিপ্লোমা, স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ও স্নাতক ডিগ্রিসহ অন্যান্য স্বল্পকালীন কোর্সের আয়োজন করা;
- ❖ চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাতা ও কলাকুশলী এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কাঠামো নির্ধারণ, পরিচালন ও মূল্যায়ন করা;
- ❖ চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন;
- ❖ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং উক্তরূপ গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ;
- ❖ চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণের বিষয়ে পরামর্শক সেবা প্রদান;
- ❖ চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণের উপর বিশেষ অবদানের জন্য কোন ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান;
- ❖ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন সংশোধন আইন ২০১৯-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ;
- ❖ অনুসন্ধিৎসু পাঠক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের চিন্তনপ্রক্রিয়ার ধারক হিসেবে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা' নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা। উল্লেখ্য, বিসিটিআই-এর জার্নালটি ইতোমধ্যে ইউনেস্কো-র স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে ISSN নাম্বার (ISSN-24156639) প্রাপ্ত হয়েছে।

## প্রশাসনিক/সাংগঠনিক কাঠামো:

- ❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহের ফলেই ২০১৩ সালের ১ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)। নবসৃষ্ট এই ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, ৩৪টি পদের বিপরীতে ৮৭ টি জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেছে।
- ❖ তবে, নবসৃষ্ট এ প্রতিষ্ঠানটি সংযুক্ত, চুক্তি, দৈনিক মজুরি ইত্যাদি ভিত্তিতে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিযুক্তির মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- ❖ চলমান ২ বছর মেয়াদি পঞ্চম ও ষষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স ও এক বছর মেয়াদি পঞ্চম টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রযোজনা (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স এবং অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি কোর্সসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করা এবং ধীরে ধীরে ডিগ্রিসমূহকে মাস্টার্স ও স্নাতক সম্মান-এর সমপর্যায়ে উন্নীতকরণ।

- ❖ বিসিটিআই (সংশোধিত) ২০১৯ আইনে চলমান স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সগুলিকে মাস্টার্সে উন্নীত করার বিষয়ে আইন সংশোধন করা হয়েছে। বিসিটিআই একাডেমিক কাউন্সিলে মাস্টার্স কোর্স পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করা।

- ❖ ইনস্টিটিউটের সাংগঠনিক কাঠামো ও যন্ত্রপাতির তালিকা এবং প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণ।

- ❖ নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা, নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করা। নিজস্ব দক্ষ ও যোগ্য ফ্যাকাল্টি সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

# সেবার নাম

## ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের প্রত্যয়নপত্রের জন্য আবেদন

**বিবরণ:** ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের প্রত্যয়নপত্রের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনকরণের মাধ্যমে সহজ ও সময়বান্ধব করা। এতে শিক্ষার্থী ও প্রশাসন উভয়ের জন্য এসংক্রান্ত কর্মপ্রক্রিয়া সহজতর হবে।

# প্রসেস ম্যাপ

| | | |
|---|---|---|
| বিবরণ | : | |
| মোট সময় | : | ১ কাযদিবস |
| ধাপ | : | ৩ টি |
| ভিজিট | : | ০ বার |
| প্রয়োজনীয় জনবল | : | ১ জন |

## নতুন পদ্ধতি

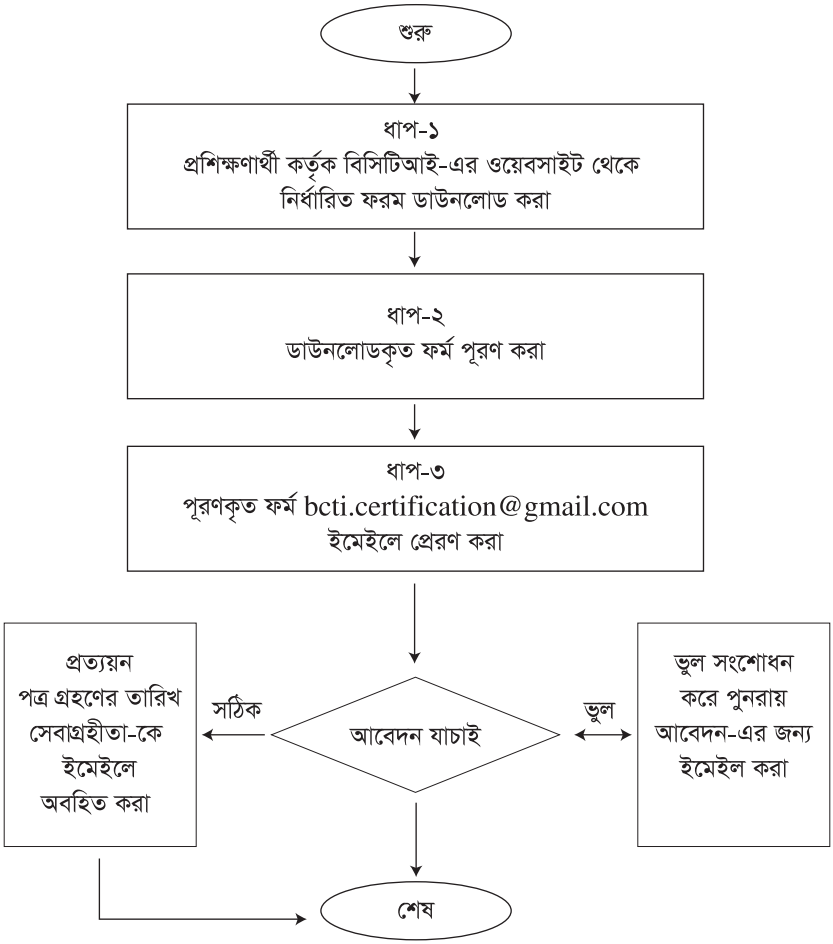

**নতুন পদ্ধতির সুবিধাঃ**

- ❖ নতুন পদ্ধতিতে ভিজিট সংখ্যা পূর্বের ২/৩ বার-এর পরিবর্তে শূন্যে নেমে আসবে।
- ❖ যাতায়াতের কারণে শিক্ষার্থীদের ব্যয়িত অর্থও সাশ্রয় হবে।
- ❖ পুরাতন পদ্ধতিতে ফরম সংগ্রহ ও জমাদানের ক্ষেত্রে ছুটি বা অন্যান্য কারণে সেবাদাতাকে ডেস্কে না পাওয়ার অনিশ্চয়তা থাকবে না।
- ❖ এতে সেবাটি মাত্র ১ কার্যদিবসেই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

# পুরাতন পদ্ধতি

| | | |
|---|---|---|
| বিবরণ | : | |
| সেবার নাম | : | প্রত্যয়নপত্রের জন্য আবেদন |
| মোট সময় | : | ২/৩ কার্যদিবস |
| ধাপ | : | ৩ টি |
| ভিজিট | : | ২/৩ বার |
| প্রয়োজনীয় জনবল | : | ৩ জন |

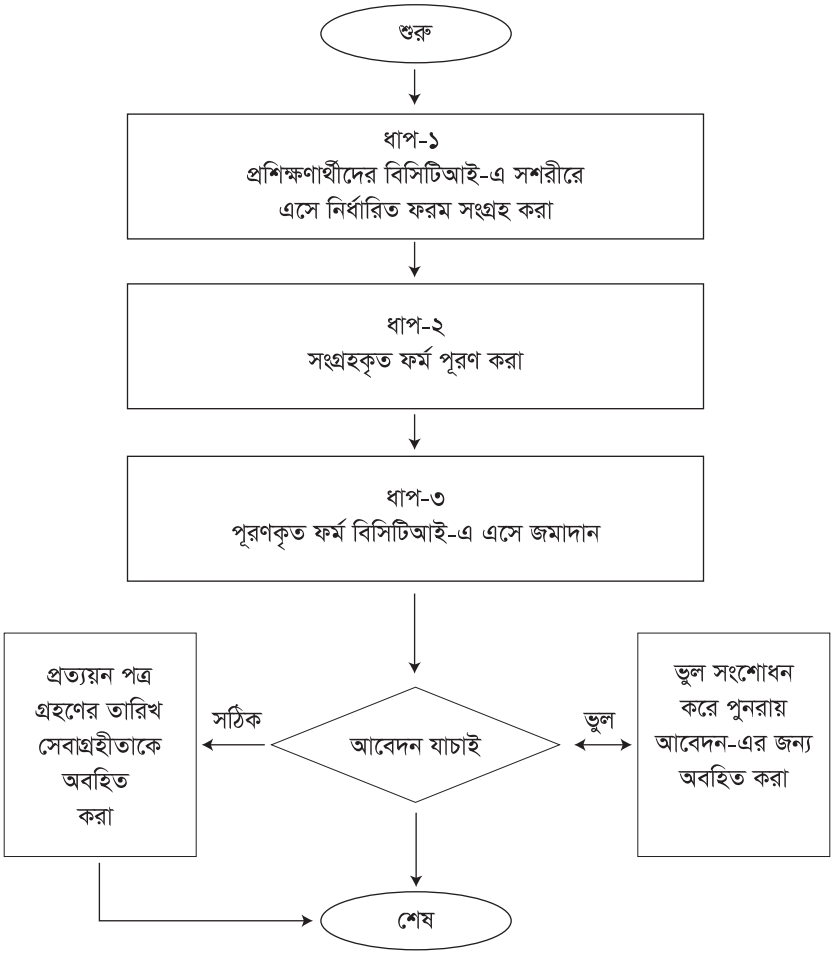

**পুরাতন পদ্ধতির অসুবিধাঃ**

- ❖ সশরীরে ইনস্টিটিউটে এসে ফরম সংগ্রহ করতে হয়।
- ❖ অনেকসময় পূরণকৃত ফরম অন্য একদিন এসে জমা দিতে হয়।
- ❖ নির্দিষ্ট সেবাদানকারী ছুটি, প্রশিক্ষণ বা অন্য কোন কারণে অফিসে না থাকলে কালক্ষেপণ হয়।
- ❖ বার বার যাতায়াতে সেবা গ্রহীতার অর্থ ও সময় উভয়ের অপচয় হয়।